জিইপি/বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট
৪২, এম এম আলী রোড, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম

বিচারাদেশ নং ঃ ২০ /২০২১, তারিখ ঃ ৩১/০৩/২০২১খ্রি.

পত্র নং- ৫ম/কাবক/কুমি:/ইপিজেড/রাজস্ব ফাঁকি/ওয়েসিস হাই-টেক/১১/২০২০ তারিখ- /০২/২০২১খ্রি.

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ঃ এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান
পদবী ঃ কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।

মূল আদেশ

০১। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করা হলো।

০২। এ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে হলে তা আদেশ জারির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে।

০৩। আপিল আবেদনের উপর টাকা ১,২০০/- (এক হাজার দুইশ টাকা মাত্র) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত দলিলাদিও সংযুক্ত করে দিতে হবে।

ক) The Court Fees Act, 1870 এর ১নং তফশীলের ৬ নং দফা অনুযায়ী টাকা ২০/-(বিশ) মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি যুক্ত এ আদেশের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি ; এবং

খ) আপিল আরেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি।

০৪। আপীল আবেদনের একটি অনুলিপি অবশ্যই কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ৪২, এম, এম, আলী রোড, লালখাঁন বাজার, চট্টগ্রাম বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

০৫। দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৪, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১২২ এর প্রতি আপীলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আপীল বিবেচিত হওয়ার পূর্বে মূল আদেশে আরোপিত জরিমানা/শুল্ক/মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি অবশ্যই আইনের ধারা মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে।

০৬। লিখিত আপীল ছাড়াও আপীলকারী স্বয়ং অথবা মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে আপীল আবেদনে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

০৭। ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ মেসার্স ওয়েসিস হাই টেক স্পোর্টসওয়্যার লিমিটেড,
প্লট নং-১২,১৩, ১৪ এবং ২১, কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা ।

খ) অনিয়ম এর বিবরণ ঃ বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামাল অবৈধভাবে অপসারণ ।

মামলার সংশ্লিষ্ট বিবরণ ঃ

০৮। কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর পত্র নথি নং-৩৬৫৬/এআইআর/২০১৯-২০/১৬৪৫৭, তাং-০২.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখের প্রেরিত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক ২নং কলামে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি মেসার্স ওয়েসিস হাই-টেক স্পোর্টসওয়্যার লি: আমদানিকৃত পণ্য চালানটি কাটিং তদারকী এবং উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি নিশ্চিত করণের নির্দেশ মোতাবেক বিগত ১৯.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখে সরেজমিনে গমন করে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বিগত ০৫.০৫.২০২০ তারিখে পুনরায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বি/ই নং- সি-৩৪০৯০, তাং-০৯.০২.২০২০ এর মাধ্যমে বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্য/কাঁচামাল Polyester PU Coating Fabrics ইন বন্ড গুদামে যাচাই করা হয়। যাচাইকালে উক্ত বি/ই এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ২৪,৯০০ কেজি (৯৬৩ প্যাকেট) কাঁচামাল Polyester PU Coating Fabrics প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারেননি। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কোন জবাব দিতে পারেননি। বর্ণিত পরিস্থিতিতে গত ০৭.০৬.২০২০ তারিখ মামলা নং-১২/২০২০, তারিখ: ০৭.০৬.২০২০ দায়ের করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

(ক) সর্বশেষ ০১.০৫.২০১৮ হতে ৩০.০৪.২০১৯ মেয়াদের নিরীক্ষা সম্পন্ন করা আছে। নিরীক্ষায় সমাপনী মজুদ ছিল ৯৯৯৭১৬.৫৮ গজ ফেব্রিক্স বা, ৪,৪৭,৯৫৪.৪৮ কেজি ফেব্রিক্স (০১.০৫.২০১৮ হতে ৩০.০৪.২০১৯ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বি/ই নং অনুযায়ী অ-রপ্তানিকৃত

কাঁচামাল গজে উল্লেখ ছিল যা সিআইসেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য বি/ই নং অনুযায়ী কেজিতে রূপান্তর করা হয়েছে) এবং যার শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ১৩,৮৭,০৫,১৪২.১৩ টাকা এবং শুল্ককরাদির পরিমাণ ১২,৩৮,৯১,৪৩৩.০০ টাকা।

(খ) নিরীক্ষা পরবর্তী সিআইসেল তথ্য পর্যালোচনা করে আরও দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি নিরীক্ষা পরবর্তীতে অর্থাৎ ০১.০৫.২০১৯ থেকে ৩০.০৪.২০২০ পর্যন্ত মোট কাঁচামাল আমদানি করেছে ১৬,৬৯,৭৮২.৭১ কেজি ফেব্রিক্স এবং এক্সেসরিজ আমদানি করেছে ১,১১,৭৮৫.১৯ কেজি। উক্ত মেয়াদে রপ্তানি করেছে ৩৭,৭৩৬.০০ কেজি। প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে বন্ড গুদামে প্রাপ্ত কাঁচামালে (ফেব্রিক্স) পরিমাণ ৪,০০০.০০ কেজি। ইতোমধ্যে বি/ই নং-৩৪০৯৩, তারিখ: ০৯.০২.২০২০ইং এর ২৪৯০০.০০ কেজি কাঁচামালের (ফেব্রিক্স) উপর একটি রাজস্ব ফাঁকির মামলা (মামলা নং-১২/২০২০, তারিখ: ০৭.০৬.২০২০) দায়ের করা হয়েছে। অবশিষ্ট (১৬,৬৯,৭৮২.৭১-২৪,৯০০.০০-৩৭,৭৩৬.০০-৪,০০০.০০)=১৬,০৩,১৪৬.৭১ কেজি ফেব্রিক্স এর শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ১৬,২৩,৪৩,১৭৫.৮২ টাকা এবং শুল্ককরাদির পরিমাণ ১৪,৫০,০৪,৯২৪.৬৪ টাকা।

(গ) আমদানিকৃত এক্সেসরিজ ১,১১,৭৮৫.১৯ কেজি এর মধ্যে ৪৭৭০.১৪ কেজি আইলেট, হেংটেগ ইস্টিকার এর শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ৬৭,৫৩,৫৪৮.৯০ টাকা এবং শুল্ককরাদির পরিমাণ ৮৬,২৫,৬৩৩.০০ টাকা।

(ঘ) আমদানিকৃত এক্সেসরিজ ১,১১,৭৮৫.১৯ কেজি এর মধ্যে (১,১১,৭৮৫.১৯-৪,৭৭০.১৪)= ১০৭০১৫.০৫ কেজি ইন্টারলাইনিং, জিপার এর শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ১,৭২,২৪,২১৯.৭৬ টাকা এবং শুল্ককরাদির পরিমাণ ১,০০,৯৩,৩৯৩.০০ টাকা।

অর্থাৎ সর্বমোট শুল্ককরাদির পরিমাণ (ক+খ+গ+ঘ)=(১২,৩৮,৯১,৪৩৩.০০+১৪,৫০,০৪,৯২৪.৬৪+৮৬,২৫,৬৩৩.০০ +১,০০,৯৩,৩৯৩.০০) =২৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৫ টাকা।

সর্বমোট ২১,৬২,৮৮৬.৩৮ কেজি কাঁচামালের বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা এর কোন সদুত্তর দিতে পারেনি এবং রপ্তানির স্বপক্ষেও কোন দলিলাদি দাখিল করতে পারেনি। এতে প্রমাণিত হয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত কাঁচামালের শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে অপসারণ করেছেন। যার তথ্য নিম্নরুপ ঃ

ক্রঃ নং	কাঁচামালের বিবরণ	এইচ.এস. কোড	সিআইসেল অনুযায়ী আমদানিকৃত কাঁচামালের পরিমাণ (কেজি)	সিআইসেল অনুযায়ী রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণ (কেজি)	বন্ড গুদামে সরেজমিনে প্রাপ্ত কাঁচামালের পরিমাণ (কেজি)	কাটিং তদারকির আওতায় দায়েরকৃত মামলায় জড়িত মালামাল (কেজি)	পার্থক্য (কেজি)
১.	Fabrics (Polyester, Nylon, Recycal Polyester, Polyester Woven, 100% Polyester/ Taffeta/Woven Plain/Warp Knitt, Net Fabrics, PVC Coated Fabrics, Fleece Fabrics, etc)	৫৯০৩.৯০.৯০, ৫৪০৭.৫২.০০, ৫৪০৭.৪২.০০, ৫৪০৭.৬১.০০, ৫৪০৭.৭১.০০, ৫২০৮.৪২.০০, ৫৬০১.২২.০০, ৫৪০৭.৬৯.০০, ৫৪০৮.৩২.০০, ৫৪০৭,৬৯.০০, ৬০০৫.২২.০০, ৫৯০৩.১০.৯০	৪,৪৭,৯৫৪.৪৮ (৩০.০৪.২০১৯ পর্যন্ত নিরীক্ষাতে সমাপনী মুদ্রণ)	-			৪,৪৭,৯৫৪.৪৮
২.	Fabrics (100% Polyester Fabrics/Knit Fabrics/ Nylon/ Taffeta/ Elastic Knit Fabrics, PVC Coated Fabrics, Net Fabrics, Polyester PU Coating Fabrics, etc)	৫৯০৩.৯০.৯০, ৫৮০৪.১০.০০, ৫৪০৭.৪২.০০, ৫৪০৭.৫২.০০, ৬০০৬.৩৩.০০	১৬,৬৯,৭৮২.৭১ (সর্বশেষ নিরীক্ষা পরবর্তী অর্থাৎ ০১.০৫.২০১৯-৩০.০৪.২০২০ মেয়াদে আমদানি)	৩৭,৭৩৬.০০	৪,০০০.০০	২৪,৯০০.০০	১৬,০৩,১৪৬.৭১
৩.	Accessories (Eyelet, Hangtag, Sticker, Cap Rope, Interlining, etc)	৫৯০৩.১০.১০, ৯৬০৭.১৯.০০, ৪৮২১.১০.০০, ৬২১৭.১০.০০	১,১১,৭৮৫.১৯ (সর্বশেষ নিরীক্ষা পরবর্তী অর্থাৎ ০১.০৫.২০১৯-৩০.০৪.২০২০ মেয়াদে আমদানি)	-			১,১১,৭৮৫.১৯
মোট=			২২,২৯,৫২২.৩৮	৩৭,৭৩৬.০০	৪,০০০.০০	২৪,৯০০.০০	২১,৬২,৮৮৬.৩৮

সর্বমোট মালামালের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ঃ ৩২,৫০,২৬,০৮৬.৬১ (বত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছিয়াশি দশমিক ছয় এক) টাকা (সিআইসেল তথ্য অনুযায়ী)।

জড়িত রাজস্বের পরিমাণ :

ক্রঃ নং	কাঁচামালের নাম	কাঁচামালের পরিমাণ	শুল্কায়নযোগ্য মূল্য	সি.ডি (২৫%)	আর.ডি (৩%)	এস.ডি (২০%, ৪৫%, ০%)	ভ্যাট (১৫%)	এআইটি (৫%)	এটি (৫%)	সর্বমোট শুল্ক করাদি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক.	Fabrics (Polyester, Nylon, Recycal Polyester, Polyester Woven, 100% Polyester/ Taffeta/Woven Plain/Warp Knitt, Net Fabrics, PVC Coated Fabrics, Fleece Fabrics, etc)	৪,৪৭,৯৫৪.৪৮ কেজি (প্রতি কেজি ৩০৩.৫৪ টাকা হারে বি/ই অনুযায়ী)	১৩৮৭০৫১৪২.১৩	৩৪৬৭৬২৮৬.০০	৪১৬১১[illegible]৪.০০	৩৫৫০৮৫১৬.০০	৩১৯৫৭৬৬৫.০০	৬৯৩৫২৫৭.০০	১০৬৫২৫৫৫.০০	১২,৩৮,৯১,৪৩৩.০০
খ.	Fabrics (100% Polyester Fabrics/Knit Fabrics/Nylon/ Taffeta/Elastic Knit Fabrics, PVC Coated Fabrics, Net Fabrics, Polyester PU Coating Fabrics, etc)	১৬,০৩,১৪৬.৭১ কেজি (প্রতি কেজি ৯৯.২৭ টাকা হারে সর্বশেষ বি/ই অনুযায়ী)	১৬২৩৪৩১৭৫.৮২	৪০৫৮৫৭৯৪.০০	৪৮৭০২[illegible]৫.০০	৪১৫৫৯৮৫৩.০০	৩৭৪০৩৮৬৮.০০	৮১১৭১৫৯.০০	১২৪৬৭৯৫৬.০০	১৪,৫০,০৪,৯২৪.৬৪
গ.	Accessories (Eyelet, Hangtag, Sticker, etc)	৪৭৭০.১৪ কেজি (প্রতি কেজি ১৩৮৭.৯০ টাকা হারে ")	৬৭৫৩২৪৮.৯০	১৬৮৮৩৮৭.০০	২০২৬৫[illegible].০০	৩৮৯০০৪৪.০০	১৮৮০১৮৮.০০	৩৩৭৬৭৭.০০	৬২৬৭২৯.০০	৮৬,২৫,৬৩৩.০০
ঘ.	Accessories (Interlining, Zipper etc)	১০৭০১৫.০৫ কেজি (প্রতি কেজি ১৫৭.৭৮ টাকা হারে ")	১৭২২৪২১৯.৭৬	৪৩০৬০৫৫.০০	৫১৬৭২[illegible].০০	০	৩৩০৭০৫০.০০	৮৬১২১১.০০	১১০২৩৫০.০০	১,০০,৯৩,৩৯৩.০০
মোট =		২১,৫৯,৭০০.৩৮ কেজি	৩২,৫০,২৬,০৮৬.৬১	৮১২৫৬৫২২.০০	৯৭৫০৭৮২.০০	৮০৯৫৮৪১৩.০০	৭৪৫৪৮৭৭১.০০	১৬২৫১৩০৪.০০	২৪৮৪৯৫৯০.০০	২৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৪

অবৈধ অপসারিত সর্বমোট কাঁচামালের শুল্ক-করাদির পরিমাণ = ২৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৪ (আটাশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার তিনশত তিরাশি দশমিক ছয় চার) টাকা।

প্রতিষ্ঠানটির বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ড লাইসেন্সিং বিধিমালা অনুসরণপূর্বক ব্যবস্থিত করা হয়নি। উপর্যুক্ত অবস্থার আলোকে প্রতিষ্ঠানটির এহেন কার্যক্রম কাস্টমস আইন এবং উক্ত আইনের বন্ড ব্যবস্থাপনার অপব্যবহার। প্রতিষ্ঠান বন্ড সুবিধায় আমদানি করে কাঁচামালসমূহ অবৈধভাবে অপসারণ করে আমদানি মূল্যের উপর প্রযোজ্য ২৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৪ (আটাশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার তিনশত তিরাশি দশমিক ছয় চার) টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছেন। যা The Customs Act 1969 এর Section 32(1) এর Sub-Section (a) & Section 97, Section 13(1) এর সঙ্গে পঠিতব্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানের এবং লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলির শর্ত নং-২, ৩ এবং ৫, ৬ এর সুস্পষ্ট লংঘন।

প্রতিষ্ঠানটির এহেন কার্যক্রম The Customs Act 1969 এবং সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক শাস্তিযোগ্য এবং শুল্ক করাদি বাবদ ২৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৪ (আটাশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার তিনশত তিরাশি দশমিক ছয় চার) টাকা আদায়যোগ্য হওয়ায় রাজস্ব ফাঁকির মামলা দায়ের করা হয়।

<u>কারণ দর্শানো নোটিশ জারী ঃ</u>

০৯। প্রতিষ্ঠানের এহেন কার্যকলাপ The Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এর (a) (b), 97 এবং Section 13(1) এর সংগে পঠিতব্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধিসমূহ এবং লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলির শর্ত নং-২, ৩ ও ৫, ৬ এর সুস্পষ্ট লংঘন, যা The Customs Act, 1969 এর Section 13(3) এর (a), 156(1) এর টেবিলভুক্ত ক্লজ 14 ও 90 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য এবং একই আইনের Section 13(3) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বন্ড লাইসেন্স বাতিলযোগ্য। এছাড়া The Customs Act, 1969 এর Section 111 এর বিধান মোতাবেক অভিযুক্ত পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক করাদি বাবদ ২৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৪ (আটাশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার তিনশত তিরাশি দশমিক ছয় চার) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ২১/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় (পত্র নং-৫ম/কাবক/কুমি:/ই.পিজেড/রাজস্ব ফাঁকি মামলা/ওয়েসিস হাই-টেক/১১/২০২০/১৯২৬ তাং-২১/০৯/২০২০ খ্রি.)।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব দাখিল ও শুনানী গ্রহণ ঃ-

১০। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের বিপরীতে গত ২১/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ জবাব প্রদান করেন। জবাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানান যে, ২০১২ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত স্বাভাবিক আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ভূমিকা রেখে আসছে। বন্ডেড সুবিধায় আমদানি করে যথাযথ নিয়ম পালন করে কারখানায় মালামাল গুদামজাত করেছিল এবং কাস্টমস ও বেপজা কর্তৃপক্ষের বিধিবিধান পালন করেছে।

পরবর্তীকালে ২০১৯ সালের শুরু থেকে একের পর এক রপ্তানি আদেশ বাতিল হতে থাকে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে সাব-কন্ট্রাক্ট নির্ভর হয়ে যায়। অন্যদিকে ক্রেতাপক্ষের চাহিদা মোতাবেক পণ্য তৈরি করার জন্য কাঁচামাল আমদানি করায় গুদামে বা স্টকে মাল বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্ডার বাতিল হওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক হয়ে যায়। অন্য দিকে ব্যাংকের কিস্তি সময়মত পরিশোধ করতে না পারায় ব্যাংক থেকে সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ব্যবসা পুনরায় চালু করার জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বায়ারের সাথে কাজের সন্ধান করতে থাকে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অসুস্থ হয়ে যায় এবং তার পিতা বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক জনাব ডাঃ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। একদিকে ব্যবসায়িক দুরাবস্থা অন্যদিকে পিতা হারানোর শোকে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শারীরিকভাকে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও কারখানার মূল গোডাউন সিলগালা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যান এবং এখন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন মর্মে জবাবে উল্লেখ করা হয়।

তারা আরো উল্লেখ করেছে, যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি বন্ডেড সুবিধায় আমদানি করেছে এবং লাইসেন্স বিধি মোতাবেক রপ্তানি করতে বাধ্য, অন্যথায় কাস্টমস আইন মোতাবেক শুল্ক করাদি পরিশোধ করতে বাধ্য। কারখানায় কোনরূপ রাজস্ব ফাঁকির ঘটনা ঘটে থাকলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অবশ্যই কাস্টমস বিধি মোতাবেক সমস্ত দায়ভার বহন করবে এবং কোন দায় দেনা চূড়ান্ত হলে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। যেহেতু প্রতিষ্ঠান যৌথ মালিকানাধীন এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সমঅংশীদার হয়ে কারখানার গোডাউন সিলগালা করে বিদেশ গমণ করেছেন এবং সরাসরি কোন রপ্তানি আদেশও ছিলনা। কারখানাটি ইপিজেড জোন অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সময় চেয়ে উক্ত সময় পরবর্তীতে যৌথভাবে গোডাউন নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে দায় দেনা নিরূপণের সুযোগ চান। যৌথভাবে গৌডাউন নিরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত কোন কাঁচামাল আমদানি/স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করবেনা মর্মে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন।

ব্যক্তিগত শুনানীর দিনক্ষণ নির্ধারণ ও শুনানী গ্রহণ ঃ

১১। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের কারণ দর্শানো নোটিশের বিপরীতে লিখিত জবাব দাখিল পরবর্তীতে শুনানীতে উপস্থিত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহনের জন্য ২৮/১২/২০২০ খ্রি. তারিখ সকাল ১১:৩০ ঘটিকা নির্ধারণ করা হয়। যা এ দপ্তরের পত্র নথি নং-৫ম/কাবক/কুমি:/ইপিজেড/রাজস্ব ফাঁকি/ওয়েসিস হাই টেক/১১/২০২০/৪৮৭২ তারিখ-০১/১২/২০২০ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্ধারিত তারিখে শুননীতে উপস্থিত না হয়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আশফাকুর রহমান চৌধুরী শারিরীকভাবে অসুস্থ মর্মে চিকিৎসাধীন উল্লেখ করে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সাপ্তাহে শুনানির দিন নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানান। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাক্তিগত শুনানী গ্রহনের জন্য গত ১৫/০২/২০২১ খ্রি. তারিখ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় শুনানির দিন পুনরায় নির্ধারণপূর্বক এ দপ্তরের পত্র নথি নং-৫ম/কাবক/কুমি:/ইপিজেড/রাজস্ব ফাঁকি/ওয়েসিস হাই টেক/১১/২০২০/৩০২ তারিখ-২৬/০১/২০২১ খ্রি. এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন না। ২৪/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে এ দপ্তরে দাখিলকৃত প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আশফাকুর রহমান চৌধুরী উল্লেখ করেছে, তাদের কারখানার কোন দলিলাদি তাদের হাতে নেই এবং শুনানী করার মত কোন জনবলও নেই।

পর্যালোচনা ঃ

১২। বন্ডার মেসার্স ওয়েসিস হাই টেক স্পোর্টসওয়্যার লিমিটেড, প্লট নং-১২,১৩, ১৪ এবং ২১, কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা নামীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রাজস্ব ফাঁকির মামলা, কারণ দর্শানো নোটিশ, লিখিত জবাব পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বন্ড লাইসেন্সিং

বিধিমালা অনুসরণপূর্বক ব্যবস্থিত না করায় বন্ড ব্যবস্থাপনার অপব্যবহার হয়েছে। প্রতিষ্ঠান বন্ড সুবিধায় আমদানি করে কাঁচামালসমূহ অবৈধভাবে অপসারণ করে ০৯নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধারা সমূহ লংঘন করে ৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কাঁচামালের আমদানি মূল্যের উপর প্রযোজ্য ২৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৪ (আটাশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার তিনশত তিরাশি দশমিক ছয় চার) টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছেন। যা দি কাস্টমস এ্যাক্ট. ১৯৬৯ এর ৩২(১) (ক) (খ), ৯৭ এর সেকশন ১৩(১) এর সঙ্গে পঠিতব্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানের এবং লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলির শর্ত নং-২, ৩ এবং ৫, ৬ এর সুস্পষ্ট লংঘন। প্রতিষ্ঠানটির উক্ত কার্যক্রমের জন্য কাস্টমস এ্যাক্ট. ১৯৬৯ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক শাস্তিযোগ্য এবং শুল্ক করাদি বাবদ ২৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৪ (আটাশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার তিনশত তিরাশি দশমিক ছয় চার) টাকা আদায়যোগ্য হওয়ায় রাজস্ব ফাঁকির মামলা দায়ের করা হয়।

১৩। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের বিপরীতে গত ২১/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন। জবাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন, ২০১৯ সালের শুরু থেকে একের পর এক রপ্তানি আদেশ বাতিল হতে থাকে যার ফরে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরুপে উপচুক্তি বা সাব-কন্ট্রাক্ট নির্ভর হয়ে যাওয়ায় এবং অন্যদিকে ক্রেতাপক্ষের চাহিদা মোতাবেক পণ্য তৈরি করার জন্য কাঁচামাল আমদানি করায় গুদামে বা স্টকে মাল বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অসুস্থ হয়ে যায় এবং তার পিতা বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক জনাব ডাঃ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। একদিকে ব্যবসায়িক দুরাবস্থা অন্যদিকে পিতা হারানোর শোকে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শারীরিকভাকে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও কারখানার মূল গোডাউন সিলগালা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যান এবং এখন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন মর্মে জবাবে উল্লেখ করা হয়।

যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি বন্ডেড সুবিধায় আমদানি করেছে এবং লাইসেন্স বিধি মোতাবেক রপ্তানি করতে বাধ্য, অন্যথায় কাস্টমস বিধি মোতাবেক শুল্ক করাদি পরিশোধ করতে বাধ্য। কারখানায় কোনরুপ রাজস্ব ফাঁকির ঘটনা ঘটে থাকলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অবশ্যই কাস্টমস বিধি মোতাবেক সমস্ত দায়ভার বহন করবে এবং কোন দায় দেনা চুড়ান্ত হলে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। যেহেতু প্রতিষ্ঠান যৌথ মালিকানাধীন এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মহোদয়ও সমঅংশীদার হয়ে কারখানার গোডাউন সিলগালা করে বিদেশ গমণ করেছেন এবং সরাসরি কোন রপ্তানি আদেশও ছিল না। কারখানাটি ইপিজেড জোন অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সময় চেয়ে যৌথভাবে গোডাউন নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে দায় দেনা নিরুপণের সুযোগ চান। যৌথভাবে গৌডাউন নিরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত কোন কাঁচামাল আমদানি/স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করবেনা মর্মে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লিখিত জবাবে উল্লেখ করেন।

১৪। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েও নিরীক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করেননি। অধিকন্তু, ২৪/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে এ দপ্তরকে পত্রের মাধ্যমে তারা জানিয়েছেন, কারখানার কোন দলিলাদি তাদের হাতে নেই। নির্ধারিত তারিখে শুনানীতে উপস্থিত না হওয়ায় এবং কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লিখিত অভিযোগ খন্ডনে কোন তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন না করায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণিত পরিস্থিতিতে নিম্নরুপ আদেশ প্রদান করা হলো।

আদেশ

১৫। বন্ডার মেসার্স ওয়েসিস হাই টেক স্পোর্টসওয়্যার লিমিটেড, প্লট নং-১২,১৩, ১৪ এবং ২১, কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় The Customs Act, 1969 এর Section ৩২(১) (ক) (খ), ৯৭, এবং Section 13(1) এর সংগে পঠিতব্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধিসমূহ এবং লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলির শর্ত নং-২, ৩ ও ৫, ৬ এর সুস্পষ্ট লংঘনের অভিযোগে The Customs Act, 1969এর Section 111 এর বিধান মোতাবেক অভিযুক্ত পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক করাদি বাবদ ২৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৪ (আটাশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার তিনশত তিরাশি দশমিক ছয় চার) টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হলো।

১৬। বন্ডার মেসার্স ওয়েসিস হাই টেক স্পোর্টসওয়্যার লিমিটেড, প্লট নং-১২,১৩, ১৪ এবং ২১, কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় The C stoms Act, 1969 এর Section 32 এবং Section 13(1) এর সংগে পঠিতব্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধিসমূহ এবং লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলির শর্ত নং-২, ৩ ও ৫, ৬ এর সুস্পষ্ট লংঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই আইনের ১৫৬(১) এর টেবিলের দফা ১৪ অনুযায়ী ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হলো। অবৈধভ বে অপসারিত পণ্যের জড়িত রাজস্ব ও আরোপিত অর্থদন্ডসহ মোট ৩৮,৭৬,১৫,৩৮৩.৬৪ (আটত্রিশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার তিনশত ছিয়াশি দশমিক ছয় চার) টাকা এ আদেশ জারীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কে াগারে জমাদানপূর্বখ ট্রেজারী চালানের মূলকপি এই দপ্তরে দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হলো।

(এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান)
কমিশনার (চঃ দাঃ)
ফোন- ০৩১-২৮৬৩২৫৩
ই-মেইলঃ cbcctg@yahoo.com

প্রাপক ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওয়েসিস হাই টেক স্পোর্টসওয়্যার লিমিটেড,
প্লট নং-১২,১৩, ১৪ এবং ২১, কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা।

পত্র নং- ৫ম/কাবক/কুমিঃ/ইপিজেড/রাজস্ব ফাঁকি/ওয়েসিস হাই-টেক/১: /২০২০/১১৮৫ তারিখঃ ৩০/০৬/২০২১খ্রি.

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন (৪র্থ তলা), ১০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
২-৮। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/ কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/বেনাপোল/মংলা/আইসিডি/পানগাঁও।
০৯। দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০। সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
১১। জেনারেল ম্যানেজার, কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা।
১২। অফিস কপি।

(মোঃ কামরুল ইসলাম)
সহকারী কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে